বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ক্রেডিট বিভাগ-১

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-২৩/২০১৮ তারিখঃ ০১/১১/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) খাতে ঋণ প্রদানের নীতিমালা ও নিয়মাচার প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৫.০০ কোটি এবং প্রতি বছর ২০ লাখ হারে তা বাড়ছে। অথচ ফসলি জমি প্রতি বছর ১% হারে হ্রাস পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের বিদ্যমান কৃষি জমিতে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের চাহিদা সৃষ্টি করছে। ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে অধিক ফসল প্রাপ্তির লক্ষ্যে সময়মত চাষ, উপকরণের যথাযথ ব্যবহার ও নূন্যতম অপচয়ে শস্য আহরণ এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। কৃষি শ্রমিকের একটি বড় অংশ শিল্প ও পরিবহণ খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে শ্রমিকের অভাব দিনদিন প্রকট হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষি কাজকে চলমান রাখার স্বার্থে শস্য কর্তন যন্ত্র (কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার), রোপনযন্ত্র (রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার), শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র সহজলভ্য করার কোন বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোর ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সেচ, খামার যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর খাতে ঋণ বিতরণ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে। পক্ষান্তরে কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) এর ব্যবহার দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে প্রচলন ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে মাঠ কার্যালয়ে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) খাতে ঋণের নীতিমালা ও নিয়মাচার করার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে ১৫/১০/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭১৯ তম সভার অনুমোদন ও ২৮/১০/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭২০ তম সভার সংশোধনী মোতাবেক পরিপত্র জারী করা হলো।

০২। **ঋণের উদ্দেশ্য ঃ**

ক্রমবর্ধমান খাদ্য ও কৃষি পণ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য অধিক শস্য উৎপাদন ও নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যন্ত্রশক্তির মাধ্যমে সময়মত চাষ, বপন, রোপন ও কর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সময়মত ফসল উৎপাদন ও আহরণের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ও ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ।

০৩। **ঋণের প্রকৃতিঃ**

মেয়াদি ঋণ আকারে বিতরযোগ্য।

০৪। **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ**

বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েলের ২.০১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষক/ব্যক্তিবর্গ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য।

০৫। **ঋণের নর্মস ও নিয়মাচার ঃ**

(ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে ঋণের মাধ্যমে কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) সরবরাহ করতে হলে প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক/সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এ তালিকাভুক্ত হতে হবে।

(খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত তালিকায় এবং অত্র ব্যাংকে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ও সহায়ক জামানত প্রদান সাপেক্ষে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে। এক্ষেত্রে কৃষি যন্ত্রপাতির মোট মূল্যের ২০% ডাউন পেমেন্ট হিসেবে জমা নিতে হবে। অবশিষ্ট মূল্য ঋণ হিসেবে (উন্নয়ন সহায়তা বাবদ সরকারি ভতুর্কি বাদে) মঞ্জুরি প্রদান করতে হবে।

(গ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর চলমান প্রকল্প (খামার যান্ত্রিকীকরণর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় মেয়াদ ঃ ১ লা জুলাই ২০১৩ হতে ৩০ শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত) এর আওতায় এ ধরণের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। উন্নয়ন সহায়তা পাওয়া গেলে ডাউনপেমেন্ট ও উন্নয়ন সহায়তা বাদে অবশিষ্ট মূল্য ঋণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

(ঘ) এছাড়া, ঋণ ম্যানুয়াল'১৯৮৭ এর ১১.০১ ও ১১.০২ অথবা ঋণ ম্যানুয়াল'২০০৬ এর ১৫.০১ ও ১৫.০২ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

০৬। **ঋণের আবেদন ফরমঃ**

বন্ধকি মেয়াদি ঋণের জন্য প্রচলিত ফরম (এল, এফ-২) ব্যবহার করতে হবে। আবেদন ফরমের মূল্য, প্রক্রিয়াকরণ ফি, সার্চ ফি এবং এ্যাপ্রাইজাল ফি অন্যান্য ঋণের মত প্রচলিত নিয়মে গ্রহণ করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ-১

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-২৩/২০১৮ তারিখঃ ০১/১১/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) খাতে ঋণ প্রদানের নীতিমালা ও নিয়মাচার প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৫.০০ কোটি এবং প্রতি বছর ২০ লাখ হারে তা বাড়ছে। অথচ ফসলি জমি প্রতি বছর ১% হারে হ্রাস পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের বিদ্যমান কৃষি জমিতে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের চাহিদা সৃষ্টি করছে। ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে অধিক ফসল প্রাপ্তির লক্ষ্যে সময়মত চাষ, উপকরণের যথাযথ ব্যবহার ও নূন্যতম অপচয়ে শস্য আহরণ এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। কৃষি শ্রমিকের একটি বড় অংশ শিল্প ও পরিবহণ খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে শ্রমিকের অভাব দিনদিন প্রকট হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষি কাজকে চলমান রাখার স্বার্থে শস্য কর্তন যন্ত্র (কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার), রোপনযন্ত্র (রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার), শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র সহজলভ্য করার কোন বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোর ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সেচ, খামার যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর খাতে ঋণ বিতরণ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে। পক্ষান্তরে কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) এর ব্যবহার দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে প্রচলন ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে মাঠ কার্যালয়ে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) খাতে ঋণের নীতিমালা ও নিয়মাচার করার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে ১৫/১০/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭১৯ তম সভার অনুমোদন ও ২৮/১০/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭২০ তম সভার সংশোধনী মোতাবেক পরিপত্র জারী করা হলো।

০২। **ঋণের উদ্দেশ্য ঃ**
ক্রমবর্ধমান খাদ্য ও কৃষি পণ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য অধিক শস্য উৎপাদন ও নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যন্ত্রশক্তির মাধ্যমে সময়মত চাষ, বপন, রোপন ও কর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সময়মত ফসল উৎপাদন ও আহরণের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ও ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ।

০৩। **ঋণের প্রকৃতিঃ**
মেয়াদি ঋণ আকারে বিতরযোগ্য।

০৪। **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ**
বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েলের ২.০১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষক/ব্যক্তিবর্গ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য।

০৫। **ঋণের নর্মস ও নিয়মাচার ঃ**

(ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে ঋণের মাধ্যমে কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) সরবরাহ করতে হলে প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক/সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এ তালিকাভূক্ত হতে হবে।

(খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত তালিকায় এবং অত্র ব্যাংকে তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ও সহায়ক জামানত প্রদান সাপেক্ষে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে। এক্ষেত্রে কৃষি যন্ত্রপাতির মোট মূল্যের ২০% ডাউন পেমেন্ট হিসেবে জমা নিতে হবে। অবশিষ্ট মূল্য ঋণ হিসেবে (উন্নয়ন সহায়তা বাবদ সরকারি ভতুর্কি বাদে) মঞ্জুরি প্রদান করতে হবে।

(গ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর চলমান প্রকল্প (খামার যান্ত্রিকীকরণর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় মেয়াদ ঃ ১ লা জুলাই ২০১৩ হতে ৩০ শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত) এর আওতায় এ ধরণের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। উন্নয়ন সহায়তা পাওয়া গেলে ডাউনপেমেন্ট ও উন্নয়ন সহায়তা বাদে অবশিষ্ট মূল্য ঋণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

(ঘ) এছাড়া, ঋণ ম্যানুয়াল'১৯৮৭ এর ১১.০১ ও ১১.০২ অথবা ঋণ ম্যানুয়াল'২০০৬ এর ১৫.০১ ও ১৫.০২ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

০৬। **ঋণের আবেদন ফরমঃ**
বন্ধকি মেয়াদি ঋণের জন্য প্রচলিত ফরম (এল, এফ-২) ব্যবহার করতে হবে। আবেদন ফরমের মূল্য, প্রক্রিয়াকরণ ফি, সার্চ ফি এবং এ্যাপ্রাইজাল ফি অন্যান্য ঋণের মত প্রচলিত নিয়মে গ্রহণ করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

০৭। **ঋণের জামানতঃ**
ডাউন পেমেন্ট বাদে অবশিষ্ট ঋণের ঝুঁকি আবৃত করার জন্য যোগ্য সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে। স্থাবর সম্পত্তি ছাড়া সহজে নগদায়নযোগ্য যেমন- এফ,ডি,আর; ডি,পি,এস; বিকেবি এস,এস; এম,এস,এস ইত্যাদি জামানত হিসেবে অগ্রাধিকার পাবে। ঋণে ক্রয়কৃত মেশিনারীজ ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশন আকারে বন্ধক থাকবে। মেশিনারীজের মূল্যের ৫০% এমসিএল হিসেবে বিবেচনা করা যাবে; তবে ঋণাংকের ৫০% অন্যান্য সহায়ক জামানত দ্বারা আবৃত করতে হবে।

০৮। **ঋণ আবেদনের মূল্যায়নঃ**
ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে ঋণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী।

০৯। **ঋণ ঝুঁকি নির্ণয়ঃ**
ব্যাংকে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং ম্যানুয়েলের ভিত্তিতে ঋণ ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১০। **ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা ঃ**
প্রচলিত পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক পর্ষদ সচিবালয় বিভাগের পরিপত্র নং ০১/২০১৬ তারিখ ০১/০২/২০১৬ এর কৃষি যন্ত্রপাতি/খামার যন্ত্রপাতি/ট্রাক্টর ঋণ খাতের ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

১১। **ঋণের সুদের হারঃ**
মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে প্রচলিত সুদ হার ৯% প্রযোজ্য হবে যা ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হারের সাথে পরিবর্তিত হবে।

১২। **ঋণের দলিলায়নঃ**

১) ব্যাংকের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যন্ত্র বন্ধকি দলিল (Mechine Hypothecation Deed) সম্পন্ন করতে হবে;
২) ডি, পি, নোট নিতে হবে; ব্যাংক ও উদ্যোক্তার যৌথ নামে উদ্যোক্তার খরচে বীমা করতে হবে।
৩) ঋণ আবেদন ফি, মূল্যায়ন ফি ও তল্লাশীকরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে;
৪) এ ক্ষেত্রে ঋণ ম্যানুয়াল'১৯৮৭ এর ১৪ নং অনুচ্ছেদ অথবা ঋণ ম্যানুয়াল'২০০৬ এর ১৮ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে;
৫) ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে বিধি মোতাবেক অন্যান্য দলিলাদি সম্পন্ন করতে হবে।

১৩। **ঋণ বিতরণঃ**

(ক) **সংগ্রহ পদ্ধতিঃ** প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদিত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট মেইক (তৈরীর বছর) ও মডেল এর কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার,পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) সংগ্রহ করতে হবে। অনুমোদিত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরবরাহতব্য মেশিনারিজ সমুহের বিস্তারিত তথ্যসহ মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। প্রধান কার্যালয় হতে নির্দিষ্ট মেক, মডেল ও ইঞ্জিন নম্বর সহ সার্বিক দিক বিবেচনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মূল্য নির্ধারণ করবে এবং তা সার্কুলার লেটার আকারে মাঠ কার্যালয়কে অবহিত করবে। বিকেবি, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মেশিনের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকায় প্রদর্শিত মেশিনের মূল্যের ৫০% উন্নয়ন সহায়তা বাবদ উল্লিখিত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্রান্ড ও মডেলের মূল্য চূড়ান্ত ধরে হিসাবায়ন করা হয়েছে কিনা তা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে নিশ্চিত হতে হবে।

(খ) **বিতরণ পদ্ধতিঃ**
উদ্যোক্তা কর্তৃক ব্যাংকের সরবরাহ আদেশ মোতাবেক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দরপত্রে উদ্ধৃত বর্ণনানুসারে বিকেবি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট নম্বর সম্বলিত কম্বাইন হারভেস্টার/রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার/রিপার/পাওয়ার থ্রেসার/পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) বুঝে নিয়ে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র ব্যাংকে দাখিল করবেন। সরবরাহকারীর দাখিলকৃত বিলের বিপরীতে শাখা কর্তৃক পে-অর্ডার বা ডি,ডি'র মাধ্যমে ঋণের টাকা বিতরণ করতে হবে। প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ ঋণ নথিভুক্ত করতে হবে। বিতরণের সাত দিনের মধ্যে মাঠ কর্মী কর্তৃক সদ্ব্যবহার যাচাই করে যাচাই প্রতিবেদন ব্যবস্থাপকের নিকট দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে দাখিলকৃত যাচাই প্রতিবেদনের সঠিকতা শাখা ব্যবস্থাপক সরেজমিনে যাচাই করে যাচাই প্রতিবেদনটি ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করবেন। এছাড়া উন্নয়ন সহায়তা গ্রহণ করা হলে উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রম মনিটরিং এর আওতায় কোন প্রতিবেদন পাওয়া গেলে তা নথিভূক্ত করতে হবে।

১৪। আলোচ্য নীতিমালায় বর্ণিত খামার যন্ত্রপাতি সমুহের মূল্য নির্ধারণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল্য তালিকা সংগ্রহ করে নথিভুক্ত করতে হবে।

১৫। **ঋণের হিসাব খাতঃ**
মেয়াদি ঋণ-১০২ খাতে যথারীতি হিসাবভুক্ত করতে হবে। তবে ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়লে ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়মে মেয়াদোত্তীর্ণ হিসাবের খাতে স্থানান্তরিত হবে।

১৬। **ঋণ আদায়/পরিশোধ পদ্ধতিঃ**
মেয়াদ কাল সর্বোচ্চ ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড সহ ৩৬(ছত্রিশ) মাস বা তিন বছর। ৫(পাঁচ)টি ষান্মাসিক কিস্তিতে ঋণটি আদায়যোগ্য হবে।

চলমান পাতা-০৩

১৭। **তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ ঃ**

শাখার মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার, ঋণ হিসাব পরিচালনা, যথাসময়ে আদায় নিশ্চিতকরণসহ, তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এ খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সম্ভাবনাময় এ খাতে কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এ ধরনের ঋণ সময় সময় পরিদর্শন করে শাখা ও উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ঋণদান জোরদারকরণ ও উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতি অঞ্চলে এ খাতে নতুন গুনগত মান সম্পন্ন ভাল ঋণ বিতরণ করতে হবে।

১৮। **পরিদর্শন ও যাচাই ঃ**

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শাখা পরিদর্শন কালে এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সমূহের মঞ্জুরি ও বিতরণের যথার্থতা পরীক্ষা/ পর্যালোচনা করবেন। তাছাড়া ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষাকালে ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করতে হবে।

১৯। **প্রতিবেদন প্রেরণ ঃ**

ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। এ কর্মসূচির আওতায় শাখা কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের শাখা/ অঞ্চলওয়ারী অগ্রগতির প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(লক্ষ টাকায়)

শাখার নাম/অঞ্চল	খামার যন্ত্রপাতির নাম	ঋণ বিতরণ		আদায়যোগ্য ঋণ		আদায়কৃত ঋণ		শ্রেনীকৃত ঋণ		অনাদায়ী ঋণস্থিতি	
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ

২০। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর চলমান প্রকল্প (খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় মেয়াদ ঃ ১ লা জুলাই ২০১৩ হতে ৩০ শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত) এর আওতায় এ ধরণের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা পরিশিষ্ট 'ক' তে এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক/সরবরাহকারীর তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি পরিশিষ্ট 'খ'তে সংযোজন করা হলো। এ পরিপত্রে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত প্রকল্প পরিচিতি (খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়)" হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

২১। বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করে কম্বাইন হারভেস্টার/রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার/রিপার/পাওয়ার থ্রেসার/পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ
ফোনঃ ৯৫৫৪১৬৯

নং-প্রকা/ক্রেঃ বিঃ -১/৩(৭)/২০১৮-১৯/ ২৯৫(১১০০)

তারিখঃ - ঐ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১/২/৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর,বিকেবি,প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/ স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখাসমূহ।
০৯। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।
১০। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। নথি / মহানথি।

০১/১১/২০১৮

(মনির উদ্দিন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

পরিশিষ্ট 'ক' (১)

কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়

কৃষি যন্ত্রপাতির অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান পদ্ধতি

১। পটভূমি

দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের চিরাচরিত কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক তথা যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তর করার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের কৃষি কাজে ব্যবহৃত শক্তি-যা মূলত যান্ত্রিক শক্তি, পশু শক্তি ও শ্রম শক্তি থেকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে চাষের কাজে ব্যবহৃত পশুর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। আবার কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিকের একটি বড় অংশ শিল্প ও পরিবহন খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে বিধায় শ্রমিকের অভাব দিন দিন প্রকট হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে যান্ত্রিক উৎস থেকে কৃষি শক্তির ঘাটতি পূরণের কোন বিকল্প নেই।

দেশে বানিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে জমিতে সময়মত চাষ, রোপণ ও কর্তন তথা কৃষি কাজকে ব্যয় সাশ্রয়ী করার স্বার্থে কর্ষণ যন্ত্র, রোপন যন্ত্র, শস্য কর্তন যন্ত্র (রিপার, কম্বাইন হারভেস্টার), শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র সহজলভ্য করা এখন জরুরী হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে খামার পর্যায়ে যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার কৃষি যন্ত্রপাতির উপর নির্দিষ্ট হারে উন্নয়ন সাহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

২। উদ্দেশ্য

২.১ মুলধন সংকটে থাকা কৃষকদের যন্ত্র ক্রয়ে সহায়তাকরণ।
২.২ মাঠ পর্যায়ে কৃষি যন্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধি ও সহজলভ্যকরণ।
২.৩ কৃষক পর্যায়ে সাশ্রয়ী মূল্যে যান্ত্রিক সুবিধা প্রদান।

৩। নির্বাচিত কৃষি যন্ত্রপাতি

ক্রঃ নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ
১	রিপার	যন্ত্রপাতির সংখ্যা বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত হবে।	ক্রয় মূল্যের ৫০-৭০% হারে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ।
২	পাওয়ার থ্রেসার		
৩	কম্বাইন হারভেস্টার		
৪	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার		
৫	সিডার		
৬	ফুট পাম্প		

৪। উন্নয়ন সহায়তার জন্য কৃষক নির্বাচন

উন্নয়ন সহায়তার জন্যে কৃষক নির্বাচনে চাহিদা থাকা সাপেক্ষে নিম্নোক্ত উপ-অনুচ্ছেদসমূহ অগ্রাধিকারভিত্তিতে অনুসরণ করতে হবেঃ

৪.১ কৃষক তালিকায় মূলধন সংকটে থাকা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ একত্রিতভাবে দল গঠনের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে উন্নয়ন সহায়তার আওতায় যন্ত্র ক্রয়ে আগ্রহী হলে এ দলকে তালিকাভুক্ত করা যাবে।

নতুন দল গঠনে বিবেচ্য বিষয়ঃ

- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকৃত চাষীদের নিয়ে কৃষক দল গঠন করতে হবে।
- প্রতিটি কৃষক দলে মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- একটি কৃষক পরিবার থেকে ১ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।
- দলের সদস্যের বয়স ২০-৬০ বছর হতে হবে।
- দলভিত্তিক কাজ করতে আগ্রহী এমন কৃষক/কৃষাণীকে দলভুক্ত করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ডিএই'র আইপিএম/আইসিএম/সিআইজি ক্লাব অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৪.২ প্রান্তিক-বর্গা-ক্ষুদ্র-মাঝারী কৃষকের শ্রেণীভেদে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষি যন্ত্র ক্রয়ে আগ্রহী কৃষিকাজে সম্পৃক্ত যে কোন কৃষক ও যান্ত্রিক সেবা প্রদানকারী তালিকাভুক্ত হতে পারবেন।

৫। প্রস্তুতকারক/আমদানীকারক/সরবরাহকারীর তালিকা প্রণয়ন

৫.১ কৃষি মন্ত্রণালয় অনুমোদিত কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/আমদানীকারক/সরবরাহকারীদের তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি-২০১০ (হালনাগাদকৃত) এর আলোকে কৃষি যন্ত্রপাতির মান, যন্ত্রের বিক্রয়মূল্য, বিক্রয়োত্তর সেবা ও মাঠ কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত যন্ত্রের প্রস্তুতকারক/ আমদানীকারক/সরবরাহকারীদের একটি তালিকা প্রকল্প কারিগরী কমিটির সুপারিশক্রমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করবেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত যন্ত্রের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার পরিমানও অনুমোদন করবেন।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি (ডিপিপিতে অনুমোদিত)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী
১	মহাপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সভাপতি
২	পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৩	পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪	পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই,	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, ফসল উইং, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, আইএমইডি	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা উইং,কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়	সদস্য সচিব

প্রকল্প কারিগরী কমিটি (ডিপিপিতে অনুমোদিত)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী
১	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	আহবায়ক
২	প্রতিনিধি,কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট	সদস্য
৪	প্রতিনিধি,ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোষ্ট হারভেষ্ট টেকনোলজী বিভাগ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

৫.২ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে নির্ধারিত যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারক/আমদানীকারক/সরবরাহকীদের প্রয়োজনীয় সমঝোতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করা হবে।

এই অনুমোদিত তালিকা ও মডেল ভিত্তিক নির্দিষ্ট ভর্তুকির অর্থ প্রকল্প কার্যালয় থেকে সকল উপজেলায় পাঠানো হবে।

৬। যন্ত্র বরাদ্দঃ

৬.১ বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি উপজেলাভিত্তিক নির্ধারিত যন্ত্রের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার যন্ত্র বরাদ্দ প্রদান করবেন। প্রাপ্ত যন্ত্রের বরাদ্দ সংখ্যা উপজেলায় অবহিত করা হবে।

৬.২ ডিএই'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ভর্তুকি যন্ত্রপাতির বিবরণ, কার্যকারিতা, উন্নয়ন সহায়তার হার, উন্নয়ন সহায়তা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের নিকট প্রচার করবেন এবং এ বিষয়ে বহুল প্রচারের লক্ষ্যে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সব ধরনের কমিটি, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সাংবাদিকদের নিকট উপস্থাপন করবেন। প্রকল্প কার্যালয় থেকে যথাসময়ে পত্র, নির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক লিফলেট ও ফোল্ডার সরবরাহ করা হবে।

৭। তালিকাভুক্তির আবেদন ও তালিকা অনুমোদন

৭.১ আগ্রহী কৃষক দল/ কৃষকদেরকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারের নিকট উন্নয়ন সহায়তার আওতাধীন কৃষি যন্ত্রের নাম উল্লেখপূর্বক নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী বিদ্যমান উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি যন্ত্রভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করবেন।

কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি

১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২	উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসার	সদস্য
৩	উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য
৪	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	সদস্য
৫	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য
৬	মাননীয় সংসদ সদস্য/ উপজেলা চেয়ারম্যান এর মনোনিত ১ জন গণমান্য ব্যাক্তি	সদস্য
৭	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৭.২ এ তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মাধ্যমে প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উক্ত তালিকা অনুমোদন করা হবে। অনুমোদিত তালিকা পুনরায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হবে। উপজেলা কৃষি অফিসার তালিকাভুক্ত কৃষকগ্রুপ/কৃষকদের তালিকায় অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি ও যন্ত্রের নির্ধারিত উন্নয়ন সহায়তার অর্থ কৃষকদেরকে অবহিত করবেন। পাশাপাশি প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রেরিত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ডিলার/বিক্রয়কেন্দ্র সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবগত করবেন।

৭.৩ উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে প্রাপ্ত যন্ত্র কৃষি কাজে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা, যন্ত্র সংগ্রহে ইচ্ছুক কৃষক কর্তৃক পরবর্তী সময়ে যন্ত্র হস্তান্তর না করা এবং হস্তান্তর করলে গৃহীত উন্নয়ন সহায়তার অর্থ ফেরৎ প্রদান করা: এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে উপজেলা কৃষি অফিসার ও যন্ত্র সংগ্রহে ইচ্ছুক কৃষকের মধ্যে একটি অঙ্গিকারমূলক চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে (চুক্তিনামার ছক পত্র সংযুক্ত)।

৮। যন্ত্র সংগ্রহ, বিতরণ ও অর্থ পরিশোধ

৮.১ উপজেলা কৃষি অফিসার ডিলার/বিক্রয়কেন্দ্রে নির্ধারিত যন্ত্রর মজুদ নিশ্চিত হওয়ার পর তালিকাভুক্ত কৃষককে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে আইডি কার্ড /উপকরণ সহায়তা কার্ড যাচাই ও ডিএই-র এসএএওদের সহায়তায় উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষক গ্রুপ/কৃষকের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ও অনুমোদিত তালিকায় ক্রমিক নং উল্লেখপূর্বক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন-যা বিক্রয়কেন্দ্রে প্রদর্শণ করতে হবে (প্রত্যয়ন পত্রের নমুনা সংযুক্ত)।

৮.২ কৃষকগণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের প্রস্তুতকারক/আমদানীকারক/সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করে যন্ত্রের বাজার দর নির্ধারণ করবেন এবং তাদের নিকট হতে নির্ধারিত উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বাদ দিয়ে যন্ত্রের বাজার মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করে কৃষি যন্ত্র ক্রয় করবেন।

৮.৩ সরবরাহকৃত প্রতিটি যন্ত্রের গায়ে নিম্নরূপ লেখা বাধ্যতামূলক:

> সরকারী উন্নয়ন সহায়তার আওতায় সরবরাহকৃত, হস্তান্তর যোগ্য নহে। খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প, ডিএই

যন্ত্র সরবরাহের সময় সরবরাহকারী এটি অমোছনীয় (সাদা) কালি দিয়ে লিখে দিবেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিস এটি নিশ্চিত করবেন।

৮.৪ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর উপজেলা কৃষি অফিসার প্রত্যয়িত কৃষকগণ তালিকাভুক্ত যে কোন আমদানীকরক/ প্রস্তুতকারক/ সরবরাহকারীদের নিকট হতে তালিকায় অন্তর্ভূক্ত যে কোন পছন্দসই মডেল/ব্রান্ড এর যন্ত্র ক্রয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ক্রেতা তার অংশের অর্থ সরাসরি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিকট নগদ কিংবা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জমা দিবেন। সকল উন্নয়ন সহায়তার জন্য যন্ত্র আবশ্যিকভাবে সপ্তাহের একটি দিনে উপজেলা কার্যালয়ে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন কমিটির সম্মুখে বিতরণ করতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এ সময়ে উপস্থিত থাকতে পারেন। বিতরণের দিন-ক্ষণ পূর্ব থেকেই প্রকল্প কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

৮.৫ উপজেলা কৃষি অফিসার ও তার সহযোগীগণ কৃষকদের নিকট সরবরাহ শেষে নির্দিষ্ট কৃষক গ্রুপ/কৃষকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত যন্ত্রের ইঞ্জিন নং ও চেচিস নং মিলিয়ে দেখবেন। যন্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত হবার পর বিক্রয়কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত চালানে উপজেলা কৃষি অফিসার প্রতিস্বাক্ষর করবেন। প্রতিস্বাক্ষরিত চালানের ১ কপি প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে, ১টি চালান বিল দাখিলের জন্য ডিলার/ প্রতিনিধিকে বুঝিয়ে দিবেন এবং ১ কপি সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারের দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন নির্দিষ্ট যন্ত্র ক্রেতার হাতে তুলে দিবেন।

৮.৬ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সরবরাহকৃত যন্ত্রের সংখ্যা/ পরিমাণ অনুযায়ী উন্নয়ন সহায়তার অর্থ/বিল প্রকল্প দপ্তর থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। বিল প্রাপ্তির জন্য সরবরাহকারীকে প্রতিস্বাক্ষরিত চালানসহ বিল দাখিল করতে হবে।

৯। উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রম মনিটরিং

৯.১ কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ডিএই'র সদর দপ্তর ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ যে কোন সময় উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রমের অগ্রগতি, যন্ত্রের যথাযথ ব্যবহার তদারকি করবেন। উন্নয়ন সহায়তার জন্য কৃষক তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে যাচাই করে প্রকৃত কৃষকদের নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন কমিটি কর্তৃক প্রণীত তালিকার যথার্থতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত দৈবচয়ন (Random) ভিত্তিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি মাঠ যাচাইয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এ কমিটি বিক্রেতা কর্তৃক ঘোষিত বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯.২ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন কমিটি স্থানীয় পর্যায়ে যন্ত্র সরবরাহ তদারকি করবেন। যন্ত্রসমূহ কৃষকের নিজ হেফাজতে নেয়ার পর উপজেলা কৃষি অফিসারের তত্ত্বাবধানে যন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত কৃষি কাজ নিয়মিত তদারকি করতে হবে এবং প্রতি মৌসুম শেষে প্রেরিত ছক মোতাবেক আবশ্যিকভাবে প্রতিবেদন দিতে হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ ও জেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ দৈবচয়নেরভিত্তিতে কৃষক কর্তৃক যন্ত্র ব্যবহারের অবস্থা তদারকি করবেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী ও কৃষি প্রকৌশলী (যদি থাকে) সার্বিক কাজে কারিগরী সহায়তা প্রদান করবেন।

১০। অনিয়ম ও ব্যবস্থা গ্রহণ

১০.১ মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন সহায়তাপ্রাপ্ত কোন উপকারভোগী তার হেফাজতে থাকা যন্ত্র প্রদর্শনে ব্যর্থ হলে কিংবা যন্ত্রটি কৃষি কাজে ব্যবহৃত না হলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে অভিযুক্তকে উন্নয়ন সহায়তার টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য ৭ (সাত) দিনের আলটিমেটাম দিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে। এ সময়সীমার মধ্যে উন্নয়ন সহায়তার টাকা ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সরকারি প্রতিনিধি, উপজেলা কৃষি অফিসার। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এ কাজে প্রশাসনিক সহায়তা দেবেন।

৩/১২/১৭

(শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫।

কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/আমদানীকারক/সরবরাহকারীর তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতিঃ

১. অনুমোদিত ভর্তুকি পদ্ধতি অনুসরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং নির্ধারিত বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের সক্ষমতা থাকা সাপেক্ষে তালিকায় অন্তর্ভুক্তিতে আগ্রহী গুণগত মানসম্পন্ন যন্ত্রের প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক/সরবরাহকারীদের আহ্বান জানিয়ে বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় (অন্ততঃ ২টি) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

২. তালিকাভুক্তির জন্য প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক/সরবরাহকারীর যোগ্যতাঃ

২.১ বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে;

২.২ প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স,ভ্যাট, আয়কর, ব্যাংক স্বচ্ছলতা সংক্রান্ত প্রমানাদি/ডকুমেন্ট থাকতে হবে;

২.৩ বিক্রয়োত্তর সেবা এবং পণ্য সরবরাহ/বিতরণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নের ছকে উল্লেখিত ন্যূনতম কারিগরি জনশক্তি, ওয়ার্কশপ/সার্ভিস সেন্টার সুবিধা, ডিলার/বিক্রয়কেন্দ্র এবং বাৎসরিক পণ্য বিক্রয়/সরবরাহ থাকতে হবে।

৩. তালিকাভুক্তির জন্য প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কে আবেদনপত্রের যে সকল কাগজপত্র/ দলিলাদি দাখিল করতে হবে তা নিম্নরূপঃ

৩.১ কোম্পানির বেলায় মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন;

৩.২ কোম্পানির বেলায় জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি কর্তৃক সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন;

৩.৩ পার্টনারশীপ ফার্মের বেলায় রেজিস্টার্ড পার্টনারশীপ ডিড;

৩.৪ ট্রেড লাইসেন্স এবং ইম্পোর্ট লাইসেন্স;

৩.৫ আয়কর পরিশোধের সনদপত্র;

৩.৬ যে সকল যন্ত্র (কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) সরবরাহ করা হবে তার তালিকা (মেক, মডেল, অশ্বশক্তি ইত্যাদি);

৩.৭ আমদানিকারকদের অভিজ্ঞতা যাচাই এর জন্য ইতিপূর্বে আমদানিকৃত ও সরবরাহকৃত কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) আমদানির ক্ষেত্রে এল,সি সমূহের কপি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র;

৩.৮ সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে সরবরাহকৃত যন্ত্র সরবরাহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অভিজ্ঞতার সনদপত্র;

৩.৯ উপরোক্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করে কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান এর নিজস্ব প্যাডে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনপত্র।

উল্লেখ্য যে, তালিকাভুক্তির জন্য প্রাপ্ত যে কোন আবেদনপত্র/সকল আবেদনপত্র ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকবে।

৪. বাছাই প্রক্রিয়াঃ

৪.১ প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র ও দাখিলকৃত ডকুমেন্ট যাচাই বাছাই করতঃ সকল যোগ্যতা সমূহ মূল্যায়নের ভিত্তিতে যন্ত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হবে;

৪.২ কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণকে ১০.০০ লক্ষ টাকা জামানত নগদ বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান সাপেক্ষে চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত হতে হবে। এ চুক্তির মেয়াদ হবে ২(দুই) বছর এবং ২(দুই) বছর পর ২০ (বিশ) হাজার টাকা নবায়ন ফি প্রদান সাপেক্ষে নবায়ন করতে হবে। সন্তোষজনক ও বিশ্বস্ততার সাথে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর এই জামানত ফেরৎ প্রদান করা হবে অন্যথায় (চুক্তির বরখেলাপ হলে) ব্যাংক তা বাজেয়াপ্ত করতে পারবে;

৪.৩ প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ আদেশের বিপরীতে শুধুমাত্র বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক মূল্য নির্ধারিত নির্দিষ্ট মডেলের কম্বাইন হারভেস্টার/ রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার/ রিপার/ পাওয়ার থ্রেসার /পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) সরবরাহ করবে এবং তা সরবরাহ আদেশ জারীর তারিখ হতে ০১(এক) মাসের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে;

৪.৪ কম্বাইন হারভেস্টার/ রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার/ রিপার/পাওয়ার থ্রেসার/পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) আমদানিকারক/ সরবরাহকারীগণকে সরবরাহের তারিখ হতে বার মাস (এক বছর) পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিসিং সহ সুলভমূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশের নিশ্চয়তাপত্র দিতে হবে;

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

উপ মহাব্যবস্থাপক

৪.৫ কম্বাইন হারভেস্টার/ রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার/ রিপার/ পাওয়ার থ্রেসার /পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণকে সরবরাহের তারিখ হতে বার মাস (এক বছর) পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের জন্য ওয়ারেন্টি দিতে হবে;

৪.৬ কম্বাইন হারভেস্টার/ রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার/ রিপার/ পাওয়ার থ্রেসার/ পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণ তাদের কার্যক্রম পরিচালিত এলাকার প্রতিটি ব্যাংকের সন্তুষ্টি স্বাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কর্মশক্তি সম্পন্ন ওয়ার্কশপ স্থাপন করবে। এছাড়া সরবরাহকৃত ১৫/২০ টি যন্ত্র এর জন্য একজন মিস্ত্রি নিয়োগ করতে হবে;

৪.৭ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণ ঋণ গ্রহীতাদেরকে কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) পরিচালনা ও সংরক্ষণের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে;

৪.৮ আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণকে ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহকল্পে পর্যাপ্ত খুচরা যন্ত্রপাতি স্থানীয় ওয়ার্কশপে মজুদ রাখতে হবে;

৪.৯ ব্যাংক এবং আমদানিকারক/সরবরাহকারীদের মধ্যে উদ্ভূত কোন মতানৈক্য, পারস্পারিক সমঝোতায় নিষ্পত্তির ব্যর্থতার বিষয়টি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মধ্যস্ততায় আনতে হবে এবং তাঁর রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এই রায় উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

৫. মূল্য নির্ধারণঃ

বিভিন্ন কোম্পানির প্রস্তাবিত/উদ্ধৃত মডেল ভিত্তিক যন্ত্রের মূল্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য ও প্রমানকের ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন কোম্পানিকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে বাস্তবতার ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক নিম্নোক্ত তথ্যাদি/কাগজপত্রাদি ব্যাংকের বরাবরে দাখিল করতে হবে-

৫.১ কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র (সিডার) এর সি এন্ড এফ মূল্য (বিল অব এন্ট্রি অনুযায়ী);

৫.২ ইন্সুরেন্স সি এন্ড এফ মূল্যের ১%;

৫.৩ লাইসেন্স ফি সি এন্ড এফ মূল্যের ৩%;

৫.৪ খালাস খরচ সি এন্ড এফ মূল্যের ৩%;

৫.৫ অগ্রিম আয়কর (বিল অব এন্ট্রিতে উল্লেখিত পরিমাণ অনুযায়ী);

৫.৬ আমদানি শুল্ক (বিল অব এন্ট্রিতে উল্লেখিত পরিমাণ অনুযায়ী);

৫.৭ মূল্য সংযোজন কর (বিল অব এন্ট্রিতে উল্লেখিত পরিমাণ অনুযায়ী);

৫.৮ মুনাফাঃ সি এন্ড এফ মূল্যের উপর ১৫% - ২০% এবং স্থানীয় ব্যয় অর্থাৎ ৫.৩ হতে ৫.৭ এর মোট যোগফলের উপর ১০%;

৫.৯ পরিবহণ খরচঃ বন্দর হতে ঢাকা পর্যন্ত এবং ঢাকা হতে মাঠ পর্যন্ত (প্রকৃত খরচ)।

৬. চুক্তি সম্পাদনঃ

৬.১ তালিকাভুক্ত কোম্পানি / সরবরাহকারীদের সাথে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি সমঝোতামূলক চুক্তি (MoA) স্বাক্ষরিত হবে;

৬.২ তালিকাভুক্ত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি/সরবরাহকারী কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্রে কোন প্রকার অসত্যতা প্রমাণিত হলে উক্ত প্রস্তুতকারক/আমদানীকারক/সরবরাহকারীদের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে যথাযথ আইণানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. অভিযোগ বা চুক্তি ভঙ্গঃ

৭.১ কোন প্রস্তুতকারক/আমদানিকারক/সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা চুক্তি ভঙ্গের তথ্য পাওয়া গেলে এবং তা প্রমানিত হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চুক্তি বাতিল করতে পারবে এবং জামানত বাজেয়াপ্ত করতে পারবে;

৭.২ অভিযুক্তের তালিকা থেকে বাদ দেয়া কিংবা অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা সংশ্লিষ্টকে অবহিত করা হবে ।

৮. পরিধিঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণের আওতাধীন সরবাহকৃত খামার কৃষি যন্ত্রপাতির বিপরীতে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেবল এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

(মোহাম্মদ জয়নুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মনিরুদ্দিন
উপ মহাব্যবস্থাপক